শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের..

১০১

তারকা উদ্‌ভাসিত..

রাজপথ

মহাজনো যেন গতঃস পন্থাঃ

সংগঠনে—

কাহিনী—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ' অবলম্বনে।
সংলাপ—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুমথনাথ ঘোষ, গীতিকার—শৈলেন রায়
সুরযোজনা—শৈলেশ দত্তগুপ্ত, শৈলেশ রায়।
চিত্রশিল্পী—বিভূতি দাশ।
শব্দশিল্পী—ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপনা—সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত।
শিল্প নির্দ্দেশ—ঈশ্বরপ্রসাদ।
সম্পাদনা—সুধীন্দ্র পাল।
স্থিরচিত্র—কৃষ্ণ পাইন।
রূপসজ্জা—ত্রিলোচন পাল।
আলোক সম্পাত—মহাম্মদ শুদ্ধা।
আবহ সঙ্গীত—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।
প্রচার তত্ত্বাবধানে—পরিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী—

পরিচালনায়—নির্ম্মল তালুকদার, বিজয়ভূষণ, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
আলোকচিত্রে—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ম্মলজ্যোতি ঘোষ, মদন ও হিরণ্ময় বসু।
শব্দশিল্পে—মহম্মদ ইয়াসিন।
সম্পাদনায়—বিভাস চক্রবর্ত্তী
কারুশিল্পে—সন্তোষী মিস্ত্রি।
রূপসজ্জায়—দেবী হালদার
ব্যবস্থাপনা ও প্রচার—অজিত সেন।

চিত্রপরিস্ফুটনে—

বেঙ্গল ফিল্ম্ ল্যাবরেটরীজ্

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

টালিগঞ্জ কো-অপারেটিভ উইভার্স সোসাইটি লিঃ
রিফিউজী উইমেন্স্ হোম—উত্তরপাড়া।

ভূমিকায়—

শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী, মলিনা দেবী, অনুভা গুপ্তা, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, যমুনা সিংহ, সুপ্রভা মুখার্জি, শিপ্রা দেবী, মেনকা দেবী, শোভা সেন, প্রমীলা ত্রিবেদী, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, সুদীপ্তা রায়, নিভাননী দেবী, মণিকা ঘোষ, অজন্তা কর, চিত্রা দেবী, মনোরমা দেবী, কৃষ্ণা রায়, শ্রীতিকণা, মীনাক্ষী চৌধুরী, ডলি মণ্ডল, আনন্দময়ী দেবী, দীপ্তি ভট্টাচার্য্য, নীল ব্যানার্জ্জি, ইলা সেন, লেখা চক্রবর্ত্তী, স্বপ্না দত্ত, জ্যোৎস্না নাথ, তারা ভাদুড়ী, মীরা রায় ও শান্ত গাঙ্গুলী.....
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, বসন্ত চৌধুরী, অসিতবরণ, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, অমর মল্লিক, নীতিশ মুখার্জ্জি, বীরেন চ্যাটার্জ্জি, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, নবগোপাল লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার, জহর রায়, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, শিশির মিত্র, হরেন মুখার্জ্জি, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, বিজয় কার্তিক দাস, ধীরাজ দাস, শিবু মুখার্জ্জি, প্রীতি মজুমদার, শৈলেশ রায়, অমর দত্ত, অজিত সেন, এস্ বেঞ্জামিন, মাঃ মনোগোপাল, সুখেন, সমর, মিন্টু, সত্যব্রত চ্যাটার্জ্জি, নীরেন ভাদুড়ী, প্রবীর ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্র সরকার, দিলীপ বসু, মাঃ সুপ্রিয়, শম্ভু, বলাই, পাঁচুগোপাল দে, অলোক ভট্টাচার্য্য, মাঃ অসিভূষণ, শ্রীপ্রভাতভূষণ, প্রমোদভূষণ বিজয়ভূষণ, প্রবোধভূষণ প্রভৃতি।

কণ্ঠসঙ্গীত—

সন্ধ্যা, প্রতিমা, রমা, আলপনা, ধনঞ্জয়, অসিতবরণ শ্যামল, তরুণ, প্রভাতভূষণ, ও আরো শিল্পী।

সৌজন্যে—

শ্রী জে, বি, ঘোষী, বি, এম্ টাটা, জে, বি, মান্‌সাটা, ডি, ত্রিবেদী নরেন্দ্রকুমার, এচ, কে, ব্যানার্জ্জি।

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিচালনায়ঃ গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশকঃ শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

৬-৩, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোনঃ ২৩-৩৮১০

কাহিনী

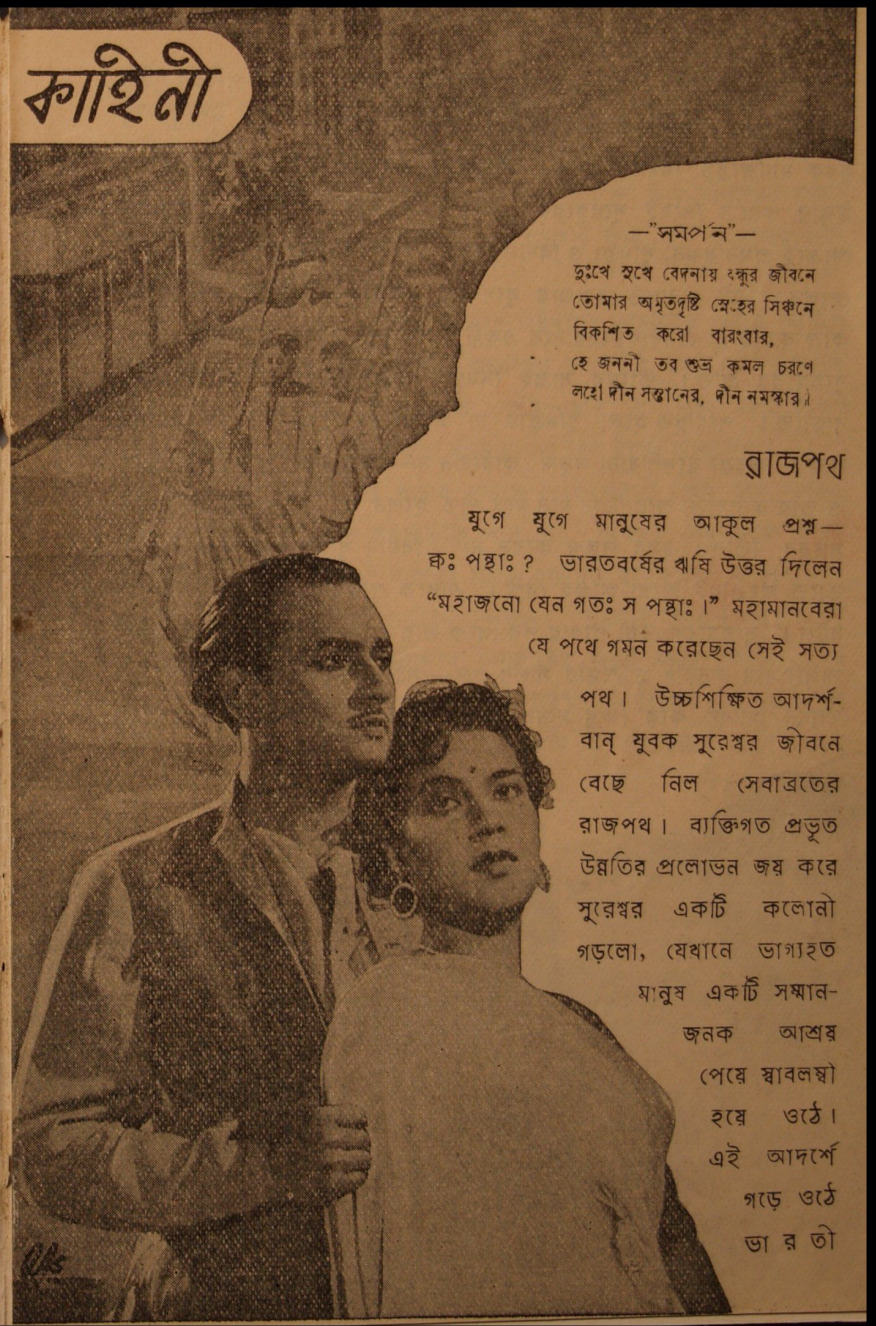

—"সমর্পন"—

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর জীবনে
তোমার অমৃতদৃষ্টি স্নেহের সিঞ্চনে
বিকশিত করো বারংবার,
হে জননী তব শুভ্র কমল চরণে
লহো দীন সন্তানের, দীন নমস্কার।

রাজপথ

যুগে যুগে মানুষের আকুল প্রশ্ন—কঃ পন্থাঃ? ভারতবর্ষের ঋষি উত্তর দিলেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" মহামানবেরা যে পথে গমন করেছেন সেই সত্য পথ। উচ্চশিক্ষিত আদর্শবান্ যুবক সুরেশ্বর জীবনে বেছে নিল সেবাব্রতের রাজপথ। ব্যক্তিগত প্রভূত উন্নতির প্রলোভন জয় করে সুরেশ্বর একটি কলোনী গড়লো, যেখানে ভাগ্যহত মানুষ একটি সম্মানজনক আশ্রয় পেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এই আদর্শে গড়ে ওঠে ভারতী

কলোনী। স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সুরেশ্বরের পরিচয় ঘটল অবসর প্রাপ্ত জেলাজজ প্রমদারঞ্জন, তাঁর সুশিক্ষিতা কন্যা সুমিত্রা ও যুবক ম্যাজিষ্ট্রেট বিমানের সঙ্গে। জনসভায় উচ্ছৃঙ্খলতায় আহত সুমিত্রাকে উদ্ধার করতে গিয়েই সুরেশ্বরের এঁদের সঙ্গে পরিচয় সুরু। সুরেশ্বরের আগ্রহে প্রমদারঞ্জন, সুমিত্রা ও বিমান ভারতী কলোনী দেখতে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই শূন্যগর্ভ বক্তৃতার যুগে সে একটা সত্যিকারের গঠন মূলক কাজ করছে। প্রমদারঞ্জনের মনে একটি গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হলো সুরেশ্বরের প্রতি। তাঁদের সাগ্রহ নিমন্ত্রণে সুরেশ্বরও এলো প্রমদারঞ্জনের বাড়ীতে। পরিচিত হলো সুমিত্রার মা জয়ন্তী আর ছোট বোন বিমলার সঙ্গে। জয়ন্তী স্বদেশীয়ানা পছন্দ কোরতেন না—খদ্দরভূষিত সুরেশ্বরকে দেখে ও তার কথাবার্তা শুনে তিনি মনে মনে প্রীত হলেন না। বিমান—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, তিনিও এসব পছন্দ করেন না। বিমান সুমিত্রার পাণিপ্রার্থী এবং তাতে জয়ন্তীরই আশা-আগ্রহ বেশী। এদিকে সুমিত্রার মনে একটা বিপর্যয় ঘটল। সুরেশ্বরের দেখা পাবার পর থেকে তার প্রতি সুমিত্রার মনে যে একটি অপরিসীম অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হল—সেটি অনন্যসাধারণ। প্রেম এল তনুমন আবিষ্ট করে কিন্তু সার্থক হতে পেলো না, আত্মভোলা কাজপাগল

প্রেমাস্পদের কাছে নারীর প্রেমের মূল্য কী? সুরেশ্বরের আদর্শে নিজেকে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করে সুমিত্রা। খদ্দরের শাড়ীজামা পরে বিলাসিতার প্রয়োজনকে অস্বীকার কোরে, সে জয়ন্তীর বিরক্তি আর বিমানের অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলে। বাড়ীতে কেবল বিমলা আকীর্ণ করে খুশী আনন্দের ছটা, এক ঝলক সূর্য কিরণের মত।

মা তারাসুন্দরী, ছেলে সুরেশ্বর ও মেয়ে মাধবীকে মনুষ্যত্বের কঠিন আদর্শে মানুষ করেছেন। বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন সাধনপীঠ নাম তার 'রাজপথ' ঘর। সে ঘরে ভারতমাতার মূর্তি বেষ্টন করে প্রলম্বিত মহাভারতের মহামানবের চিত্রাবলী। নিত্যপূজা ধ্যান ধারণা চলে মহান্ আদর্শের।.....

মেয়ের উপর সুরেশ্বরের প্রভাব বাড়ছে দেখে জয়ন্তী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু স্বামীর কাছে কোন সহানুভূতি পান্ না। সুরেশ্বর যেন তাঁর মেয়ের ভাগ্যাকাশের ধূমকেতু, এই ধারণায় তিনি একদিন সুরেশ্বরকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সুমিত্রার আনন্দলোকের সূর্য অস্তমিত হল। সুরেশ্বরের নিষ্কলুষ ব্যবহারের কদর্থ করে বিমান। যেন তার ও সুমিত্রার মিলনের প্রধান অন্তরায় সুরেশ্বর। সুরেশ্বর তার স্বভাবসিদ্ধ মহত্বে বিমান সুমিত্রার বিবাহে তার শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ রেখে গেলো

উপহার। তবু বিমানের ভ্রান্তি যায় না। সুরেশ্বরের জীবনের রাজপথে এসে দাঁড়ায় হতভাগ্যদের মিছিল, বিচিত্র আলো আঁধারির অলিগলি থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় আলোকধৌত রাজপথে—নবজীবনের আশ্বাসে মুঞ্জরিত হয় রিক্তজীবন।...রাধাকৃষ্ণের নামকীর্তন করে পথে চলে অন্ধ স্বামীর হাত ধরে যুবতী বৈষ্ণবী। কামার্ত পশু হাত ধরে অসহায়া যুবতীর। তার আর্তনাদে ছুটে আসে সুরেশ্বর—বৈষ্ণবীর ধর্ম রক্ষা পায়।...পথে মত্ত জনতা লাঞ্ছিত করে এক রুক্ষমূর্তি কিশোরকে—চোর পকেটমার! তাকে উদ্ধার করে প্রশ্ন করে সুরেশ্বর—এই হীনপথে কেন? শোনে সেই সনাতন কাহিনী। দারিদ্র্য অশিক্ষা আর অসম্মানে বর্দ্ধিত জীবন শুভপথের সংকেত পায়নি—নেমে এসেছে পঙ্কিল পথে। মৃত্যুশয্যাশায়িনী মায়ের দুটি ছেলে, একজন চোর, অন্যজন পকেটমার। দুজনকেই ফিরিয়ে আনে সুরেশ্বর। জীবনের মহত্তর সম্ভাবনার কথা শোনায়। শিক্ষার সুযোগ পেয়ে পথের পাথর ঝল্‌সে ওঠে মানিকের মত।

বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য মাতৃহীন শিশু আসে কলোনী হাসপাতালে। নার্স গঙ্গা শিশুকে দেখে চম্‌কে ওঠে। নিমেষে অতীতের একটি ভয়াবহ রাত্রির দৃশ্য তার মানসচোখে ফুটে ওঠে...ধর্মের নামে বিধাতাকে ব্যঙ্গ করে দানবের দল একটি ভরা সংসারের সর্বনাশ করলো। স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যুবতী পত্নীকে কামোন্মত্ত পশুর দল। গঙ্গার বুকে ফেনিয়ে ওঠে কান্না, যে ক্রন্দনের স্রোতে ভেসে সে এসে পড়েছিল ভারতী কলোনীর আশ্রমে।

ধনী যুবক বলাই ভুলিয়ে আনে সুন্দরী যুবতী বন্ধুপত্নীকে। তার পায়ে ঢেলে দেয় সকল সঞ্চিত অর্থ জীবন মানসম্ভ্রম। উপেক্ষিতা স্ত্রী নীলিমা দারুণ অভাবে কষ্টে দিন কাটায় শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে স্বামীর আগমন-প্রত্যাশায়। দিন হয় মাস, মাস হয় বছর। অবশেষে একদিন ছেলের হাত ধরে সে আসে মানসীর বাড়ী, অনুনয় করে, একটিবার স্বামীর দেখা চাই! মানসী পাষানের মতো কঠিন, প্রত্যুত্তরে সে নীলিমাকে বিষম অপমান করে। অবুঝ শিশু সেও বাপের দেখা চায়, তার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে অবোধ শিশুকে আঘাতে জর্জরিত করে মানসী। ছেলের আর্তনাদে ছুটে আসে বলাই। "এ কী, নীলিমা তুমি? কে মেরেছে খোকাকে?" গর্জন করে মানসী "আমি মেরেছি"! তারপর? দুরদৃষ্টের ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত জীবনতরী কী কূল পাবেনা? নিশ্চয় পাবে।

সুরেশ্বরের খ্যাতি গৌরবশিখরে পৌঁছেছে। একদিন ভারতসরকারের আহ্বান এলো নতুন সেবাকার্যের। আন্দামানে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। ভারতী কলোনী এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ, এর জন্য সুরেশ্বরকে আর বেশী খাটতে হয়না। তাছাড়া আজকাল মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে পড়ে সুরেশ্বর। বিমান ভুল বুঝেছে তাকে, হয় তো সুমিত্রাও। ওদের আসন্ন মিলনের সময় কোলকাতায় থাকতে না হলেই যেন ভাল হয়। মায়ের অনুমতি নিয়ে মাধবী এবং উপযুক্ত শিষ্যদের ওপর কলোনীর ভার দিয়ে আন্দামান যাত্রা করলো সুরেশ্বর। এদিকে সুমিত্রার আত্মহারা প্রেম নিভৃত স্বর্গরচনা করে, মনের মণিকোঠায় সুরেশ্বর সূর্যের মতো দীপ্তিমান। ক্রমে ঘটনাচক্রের আবর্তনে বিমানের আসে সংশয়। সুরেশ্বরের প্রতি, তার আদর্শের প্রতি একটি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় বিমান আকৃষ্ট হয়। শিবতপস্যায় কৃশতনু উমার মতো সুমিত্রার কঠোর প্রেমের তপস্যায় বিমানও বিচলিত হয়ে পড়লো—জয়ন্তীকে একদিন সে জানালো যে সে আর সুমিত্রার পাণিপ্রার্থী নয়, সুমিত্রাকে সে স্নেহ করে বোনের মতো, প্রিয়ার মতো নয়। নিষ্ফল আশার জ্বালায় জয়ন্তী বিমানকেও অপমানিত করলেন। তারাসুন্দরীর মহত্ত্বে, আর মাধবীর অকপট আদর্শনিষ্ঠায় বিমান অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে। সজনীবাবু প্রমদারঞ্জনের শ্যালক। মানুষটি নারিকেলের মতো—ওপরটি যেমন কঠিন, অন্তর তেমনি স্নিগ্ধ। সকল জায়গায় যাতায়াত, ওঠাবসা, যেমন বাজিয়ে দেখেন সুরেশ্বরকে তেমনি দেখেন বিপিন বোসকে। বিপিনের বৈঠকখানায় অবাধ গতি। বিপিন বোস যেমন ধনী, তেমনি অর্থগৃধ্নু। তার অসাধারণ চরিত্রে, কাম ক্রোধ, লোভ মোহ ও মাৎসর্য প্রভৃতি রিপু ভগবান উদার হাতে পরিবেশন করেছেন। স্ত্রী বিয়োগের পর বিপিন উৎসুক হয়েছিলেন রূপলাস্যময়ী মানসীকে বিবাহ করতে...ভারতী কলোনী যে জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জমির মালিক তিনি। সুরেশ্বরের লোকহিতকর কাজে তিনি প্রসন্ন নন্। নানারকম ফন্দিফিকির চল্‌ছে ভরতী কলোনী উচ্ছেদ করতে। ইদানীং তাঁর বৈঠকখানায় যাতায়াত

করছে নানা রকমের গুণ্ডা ভারতী কলোনীর সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করতে। সজনী বলেন "পাপের বোঝা আর বাড়িওনা, বিপিন"। কথা চাপা থাকে না, পৌঁছায় কলোনীর ছেলেদের কানে। তারা সশঙ্ক হয়ে ছুটে আসে তারা-সুন্দরীর কাছে। তাঁর কথায় টেলিগ্রাম গেল সুরেশ্বরের কাছে অবিলম্বে ফিরে আসার জন্য।.....এদিকে মেয়ের মুখের পানে চেয়ে জয়ন্তীর বুক ফেটে যায়, মেয়ে যেন যৌবনে যোগিনী সেজেছে।...বিপিনের ষড়যন্ত্র ক্রমেই দানা বেঁধে ওঠে। বিমান আজকাল প্রায়ই যায় সুরেশ্বরদের বাড়ী, সেদিনও গেছে, সে সময়ে সুরেশ্বরও ফিরে এলো আন্দামান থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে। কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ বেজে উঠ্‌লো টেলিফোন —নিদারুণ সংবাদ, কলোনীতে আগুন লেগেছে। সুরেশ্বর উন্মত্তের মতো ছুটলো, পিছু পিছু এরাও।...ভারতী কলোনী পুড়ছে, সুরেশ্বরের সাধনার সৌধ, কতো দরিদ্রের আশ্রয় দাউদাউ

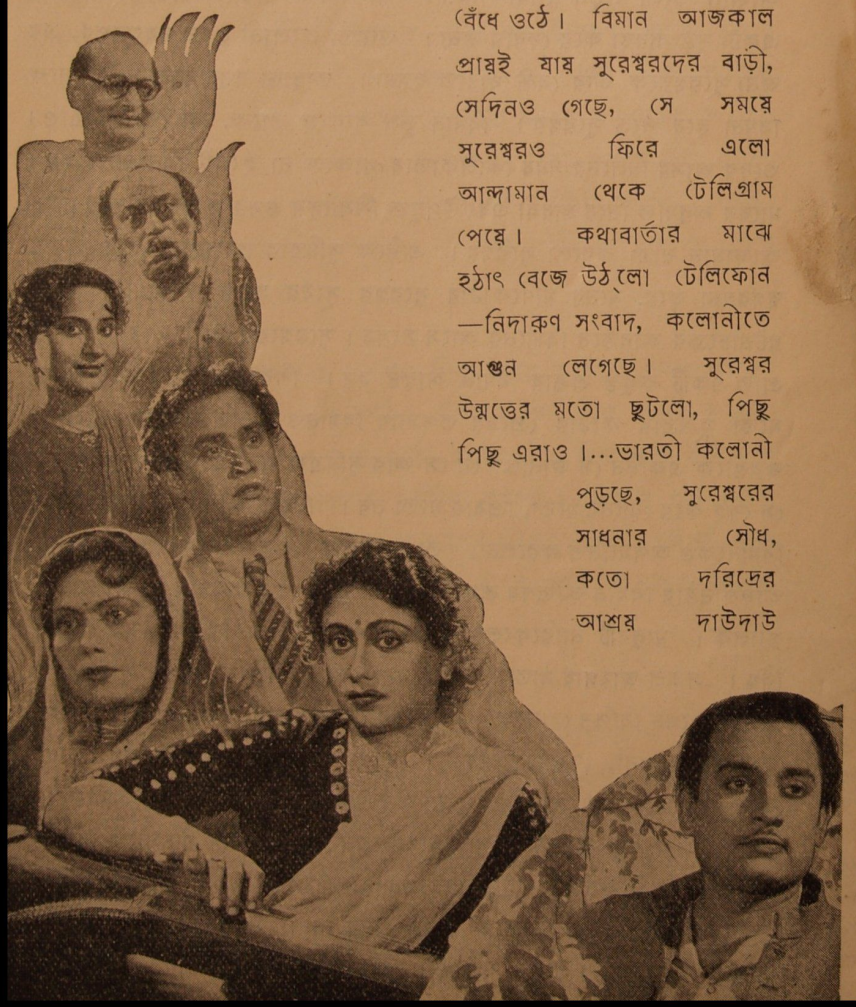

করে জ্বলছে। আকাশের অন্ধকার সীমিত হয়ে এলো রক্তিম প্রভায়। প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছে সকলেই, কেবল বেরোতে পারেনি এক শিশু—সে তার মাকে কেবলি ডাক্‌ছে। সন্তানের প্রাণরক্ষার মিনতিতে লুটিয়ে পড়ছে তার মা সকলের পায়ে কিন্তু আগুনের বেড়াজালে কে অগ্রসর হবে? এমন সময়ে পৌঁছালো সুরেশ্বর। ঘটনা শোনামাত্রেই সে ঝাঁপ দিলো সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে—নিশ্চিত মৃত্যুর অভ্যন্তরে...তারপর?

ভারতী কলোনী পুড়ে কী ছাই হয়ে গেল? তার সঙ্গে কী সমাপ্ত হলো সুরেশ্বরের মহৎ জীবন? সুমিত্রার প্রেমের তপস্যা সার্থক হোল না? মৃত্যু হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জীবনের রাজপথে মানুষের শোভাযাত্রা চলে অবিরাম প্রাণে নিয়ে অমৃতের স্পর্শ, দৃষ্টিতে অপার আশা আর কণ্ঠে নিয়ে অনন্ত প্রার্থনা:

অসতো মা সদ্‌গময়ো,
তমসো মা জ্যোতির্গময়ো,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়ো।

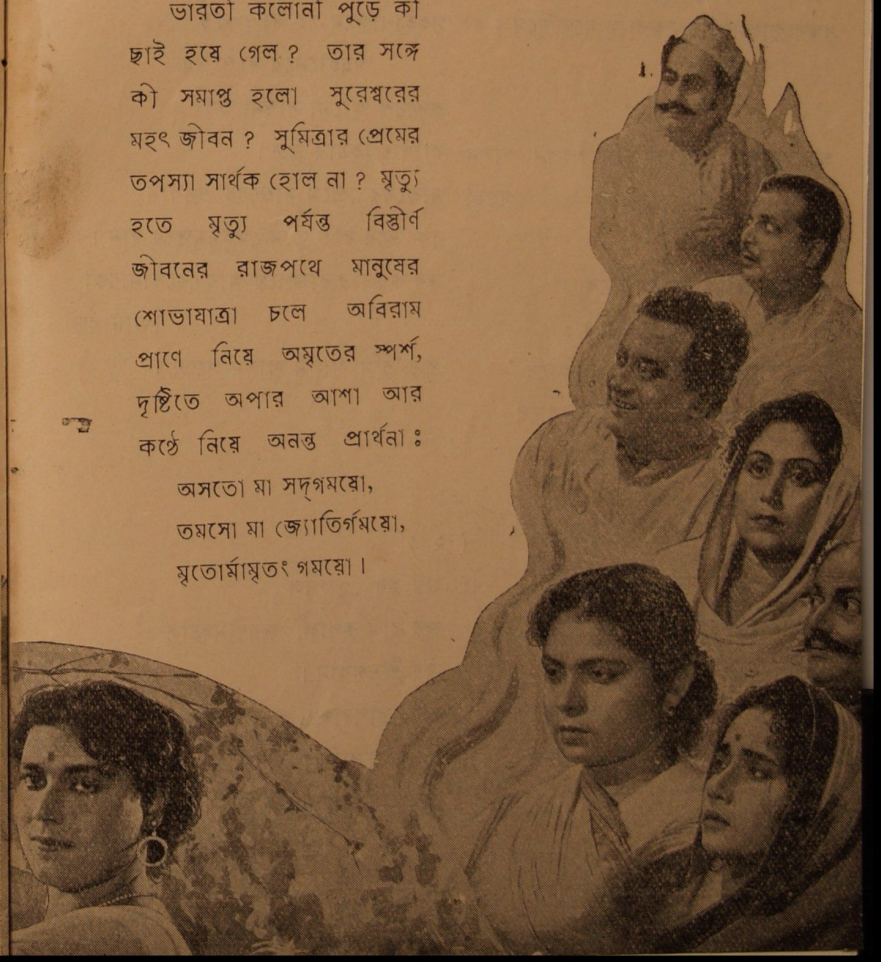

সঙ্গীত—

(১)

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

হৃদয় আসনে পরমেশ তুমি আপন আসন
গড়ো
দুঃখদহন ক্লান্তি মোচন করো ॥
দয়া করো প্রভু দয়া করো ॥
যে হারালো পথ তিমির অন্ধকারে
যে ভাসালো তরী দুস্তর পারাবারে
তাদের লাগিয়া তব অমলিন
প্রদীপখানিরে ধরো ॥
দয়া করো প্রভু দয়া করো ॥
গৃহহারাজনে গৃহ দাও প্রভু
অন্নহীনেরে দাও অন্ন
হৃদয়েশ আনো সান্ত্বনা সুখ
ব্যথিত হিয়ার জন্য ।
মানুষের প্রেমে মানুষের ভগবান
বুক ভরে দাও তুমি স্নেহমমতার দান ।
তব করুণার রাজপথে আর রেখোনাকো
ছোট বড়
প্রভু তুমি আপন আসন গড়ো ॥

(২)

ভগবান ··· ভগবান
কেহ কৃষ্ণ কহে কেহ রাজারাম
জনগন গাহে গুণগান
প্রভু তব জনগন গাহে গুণগান ॥
শঙ্খচক্রধারী কৃষ্ণমুরারী
মোর ধনুর্দ্ধররাম ।
জয় কৃষ্ণ গোপাল
জয় রাম কৃপাল, জয়দীনদয়াল ॥
জয় শ্রীভগবান ।
জয় দ্রৌপদীসখা লজ্জানিবারণ
অধম অজামিল তারন নারায়ণ,
অহল্যাউদ্ধারে শ্রীরামচরণ রেনু,
কঠিন পাষাণে দিল প্রাণ ॥

(জগজন ···) (জগজন ··· ···)

(৩)

দুনিয়া ফাঁকির বাজার এ ।
হেথা চালে ভেজাল, তেলে ভেজাল
খাঁটি মানুষ হচ্ছে যে জাল
কাঙালীর ছেলে নফরদাস,
আজ সাজছে রাজা রে ॥
আবার কর্ম্মে ফাঁকি ধর্ম্মে ফাঁকি
পরছো সাদা বল্‌ছো খাঁকী
পাখনা গুঁজে দাঁড়কাকের ঐ
ময়ূর সাজারে ॥
(দুনিয়া ফাঁকির বাজার এ)

(৪)

খুশীর ঝর্ণা আমি পুলকের গান গাই
রাঙা প্রজাপতি হয়ে ফুলে ফুলে
দুলে যাই ॥
পাপিয়ার গান আমি গোলাপের গন্ধ
মহুয়ার বনে আমি মলয়ার ছন্দ
আমি যে ইন্দ্রধনু, কিশোরের বনবেনু
বিদ্যুৎলতা আমি জ্বালি মেঘে রোশনাই
(খুশীর·····)

সোনালী সূর্য্য মোরে ডাকে আয় আয় রে
জীবনের কুঁড়ি মোর মাধুরিতে ছায় রে
রূপালী ও চাঁদ বলে রূপবতী কন্যা
তোরে দেখি এলো নভে জোছনার বন্যা ॥
আমি তাই আমি তাই লোকে বলে
যারে চাই
সোনার হরিণ আমি এই আছি এই নাই ।

(৫)

মোর হৃদয়ের কুঞ্জ দ্বারে—
মধুস্বপনের সৌরভ হয়ে
মনমধুপের গুঞ্জন লয়ে,
সে কী আমারে বাঁধিতে এলো,
হার মানা হারে ।
(তার) উত্তরীয় দোলে রঙে রঙে
চৈত্র সাঁঝে

(নব)—কৃষ্ণচূড়া রাঙা কিংশুকেরি
বনের মাঝে
ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে বারে বারে
না পাওয়া কী পরশনে বাঁধে সে যে
মনে মনে
অনুখন পরাণের অভিসারে ॥
হিয়া তরঙ্গ তোলে হায়, যেন তার
ভাবনায়
অকারণে আঁখি যে ঝুরে
(তারে) ভুলিতে যদি বা চাই, ভুলিতে
যে ভুলে যাই
দূরে গেলে সাধি সুরে সুরে ॥
উচ্ছলিত মোর জীবনের পাত্র
এ ভরি'
(কোন) অমৃত উৎসবের আনন্দ সুধা
পড়ে ঝরি
জানিলাম মোর অজানারে
(তার) উন্মুখ রেণুরবে উন্মনা বীণা মোর
সঙ্গ খুঁজিয়া জাগে ঝংকারে ॥
(হৃদয়ের·····)

(৬)

আমার এ যৌবনে মহুয়ার মায়া যে
কে তুমি মায়াবী এলে
কাছে এস আরো কাছে ॥
অনলে মিটাতে তৃষা পতঙ্গ নিয়ত ধায়
কেহ জলে, কেহ জালে ভালবাসা
বোঝা দায় ॥
বিষে যে জড়িল জানে কী মধু
বিষের মাঝে । (কে তুমি)
আলেয়ার আলো লাগি পথ যে
হারাতে চায়
তার ঘরে সুখদীপ কভু তো জ্বলেনা হায়
ভাঙা বীণা ভাঙা বুকে রোদনের
সুর বাজে ॥ (কে তুমি)

তোর প্রাণের মাঝে ঠাকুর আছে,
করিসনে তায় হেলা রে।
দু দিনের এই সংসারে তোর
দুই দিনের এই খেলা রে।
কায়ানগর মাঝে হৃদয়কুঞ্জবনে,
এক শুক এক শারি
গাহে কৃষ্ণমুরারী, কৃষ্ণমুরারী,
রাধা রাধাপ্যারী ॥
অন্তর গোকুল হিয়া ব্রজধাম
মিলনক ডোরে বাঁধা যেথা রাধাশ্যাম
হৃদয় যমুনা কূলে ভাবকদম্বমূলে
রাধা সনে হেরি বনোয়ারী ॥
(গাহে কৃষ্ণমুরারী
মানস মঞ্চ'পরি, রাসমঞ্চ গড়ি'
ব্যাকুল যত ব্রজনারী
মিলন রভসে মাতে, শ্যামল কিশোর সাথে
লাজমান সব পরিহারি ॥
ভকতি প্রেমপ্রীতি আনন্দরাগে
তনুমনে অনুখন অনুরাগ জাগে
পরাণ-বৃন্দাবনে হেরি শ্যামরাধাসনে
ভকতি মিলায় গিরিধারী।
(গাহে কৃষ্ণমুরারী·····)

সমাপ্ত

শ্রীভারতলক্ষ্মীর গীতমুখর শ্রদ্ধার্ঘ্য

মুক্তি প্রতীক্ষায় ॥

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের তরফ হইতে শ্রীপরিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও
শ্রীঅজিত সেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও হইতে মুদ্রিত।